অতিমারী অধ্যায়-এর অবদান

শ্রীলেখা বন্দোপাধ্যায়

বিশ্ববাসীকে যে বিপদ একসূত্রে গেঁথে দিয়ে গেল গত কয়েক বছরে আজ সে সম্বন্ধেই লিখতে বসেছি। ভয়ানক ভাইরাস COVID 19 (CORONA VIRAL DISEASE 2019) - এর নাম শোনেনি এমন লোক বর্তমান পৃথিবীতে মেলা ভার। উন্নত ও উন্নতিশীল বহু দেশের এত সংখ্যক মানুষের মৃত্যু হল যার সঠিক হিসাব রাখা দায়। এমন মানুষ খুব কমই আছেন যার আত্মীয় পরিজন বা পরিচিত বন্ধু এই রোগে আক্রান্ত হননি কিংবা মারা যাননি। বিভিন্ন দেশ তাদের সাধ্যমত এই রোগের মোকাবিলা করেছে। তারই মধ্যে পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত একটি ছোট্ট দেশ এই অভিনব ভাইরাস-এর মোকাবিলা যেভাবে করেছে তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছি।

ভাগ্যচক্রে প্রায় ৩২ বছর হল আমি NEW ZEALAND এর বাসিন্দা। এই দেশের অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মানুষের সততা এবং সাহায্যের মনোভাব আমাকে আকর্ষণ করে। এছাড়া ভূগোলের ছাত্রী হওয়ায় এখানকার এক অনুষ্ঠানে MOUNT EVEREST বিজয়ী SIR EDMOND HILLARY -র পাশে দাঁড়াতে পারার সৌভাগ্যে আমি অভিভূত। অন্যদিকে এদেশের প্রাকৃতিক আবহাওয়ার পরিবর্তনশীলতায় চমকিত হই এবং মাঝে মধ্যেই এখানকার ভূমিকম্প এই জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা স্মরণ করিয়ে দেয়।

যাইহোক ২০২০ সালের গোড়ায় কলকাতায় গিয়েছি। কদিন যেতে না যেতেই শুনি NEW ZEALAND এ LOCK DOWN হয়ে যাচ্ছে। AIRPORT বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এখনই ফিরতে হবে তাই TICKET CANCEL করে পরের দিনের TICKET কেটে SINGAPORE পৌঁছলাম তখনই শুনলাম এটাই ছিল শেষ FLIGHT. NEW ZEALAND এ ফিরে শুরু হল বন্দী দশা। MASK পরা ও ঘন ঘন COVID TEST করা, SUPER MARKET থেকে বাজারের সামগ্রী বাড়ীতে DELIVERY নেওয়া, কোথাও না বেরোনো — আর কত কী ---- শেষে শুরু হল PHYSICAL DISTANCING মেনে VACCINE নিতে যাওয়া।

তবে এই কঠিন সময়ে সকলের বিশেষ করে বিশ্বের বড় বড় দেশ গুলির দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিল NEW ZEALAND এর তৎকালীন অল্পবয়সী মহিলা PRIME MINISTER— JACINDA ARDERN তাঁর মানব কল্যানের জন্য দরদীমনোভাব, সহমর্মিতা, সুচারু পরিকল্পনা, অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ তাঁকে উচ্চতর স্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ছোট্ট দেশ হলেও NEW ZEALAND তখন হয়ে উঠেছিল অতিমারী মোকাবিলার উদাহরণ স্বরূপ দেশ। AMERICA, BRITAIN -এ যে হারে মানুষের মুত্যু—

হয়েছে তাতে এই ছোট্ট দেশে মৃতের সংখ্যা হওয়ার কথা ছিল দশ হাজারের কাছাকাছি। সেখানে NEW ZEALAND -এ মৃতের সংখ্যা এক হাজারের কাছাকাছি। অর্থাৎ ন-হাজার লোকের প্রাণ বেঁচে গেছে প্রধান মন্ত্রীর নেওয়া সঠিক পদক্ষেপে। তবে তাঁর এই পথ কুসুমকোমল হয়নি। বিদেশী ANTI VACCERS দের প্ররোচনা ও আর্থিক সাহয্যে দেশীয় কিছু ANTI VACCERS এখানকার PARLIAMENT ঘিরে ধরে, আগুন জ্বালিয়ে তছনছ করার চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু সেই প্রচেষ্টাও বিকল হয়েছে। পরবর্তীকালে প্রধান মন্ত্রীর এই সাফল্যকে স্বীকৃতি দিতে AMERICA-র HARVARD UNIVERSITY, JACINDA ARDERN কে এক বছরের HONORARY FELLOWSHIP দিয়ে নিয়ে গেছে যাতে তিনি সেখানে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে অন্যদের কিছু শেখাতে পারেন।

সৎ কর্ম্ম ও অন্যের মঙ্গলের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করাই যে সঠিক পথ ---- তা আবারও প্রমাণিত হল। আজ এ পর্যন্তই।